ভাষার ইতিহাস: পৃথিবীর আদি ভাষাবংশ সমূহ

উপস্থাপক

এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

একই ভাষায় কথা বলে এমন বৃহত্তর জনগণ যখন বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষার পার্থক্য বেড়ে যায়, যোগাযোগ কমে যায়, তখন তাদের ভাষায় আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। এই পার্থক্য বা বাড়তে বাড়তে একই ভাষা বিভিন্ন রূপে রূপ লাভ করে। ফলে একই ভাষার মধ্যে থেকে অনেক নতুন নতুন ভাষার জন্ম হয়।

ভাষার অনেক নতুন রূপ প্রচলিত হলেও তাদের মধ্যে ধ্বনিগত ও শব্দ ভান্ডারগত মৌলিক কিছু সাদৃশ্য থেকে যায়। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় বর্তমান পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাগুলি কতগুলি আদি ভাষা উৎস থেকে জন্ম লাভ করেছে।

পৃথিবীতে প্রায় চার হাজার ভাষা আছে। এই চার হাজার ভাষা ১২ টি ভাষা বংশ থেকে তৈরি হয়েছে।

পৃথিবীর আদিম ভাষা বংশ

১। ইন্দো ইউরোপীয়
২। সেমীও-হামিও
৩। বান্টু
৪। ফিন্ন- উগ্রীয় বা উরালীয়
৫। তুর্ক - মঙ্গোল- মাঞ্চু বা আলতাইক
৬। ককেশীয়,
৭। দ্রাবিড়
৮। অস্ট্রিক
৯। ভোট-চীনীয় বা চীনা তিব্বতীয়
১০। উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশিয়
১১। এসকিমো
১২। আমেরিকার আদিম ভাষাসমূহ।

এই বারটি ভাষাবংশের মধ্যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশকে প্রধান বলেই মনে করেন ভাষাতাত্ত্বিকরা।

এর কারণ হলো এই ভাষাবংশ থেকে জাত নতুন ভাষাগুলির সাহিত্য সংস্কৃতি ও ব্যবহার করা মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশ

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। যথা

১। ইন্দো-ইরানীয়
২। বালতো-স্লাবিক
৩। আলবানীয়
৪। আর্মেনীয়
৫। গ্রীক
৬। ইতালিক
৭। জার্মানিক বা টিউটনিক
৮। কেলতিক
৯। তোখারিয়
১০। হিত্তীয়।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের ইন্দো ইরানীয় শাখা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং অন্যটি ইরানে প্রবেশ করে।

ভারতবর্ষে প্রবেশ করা শাখাটির নাম হয় ভারতীয় আর্য ভাষা।

ধন্যবাদ